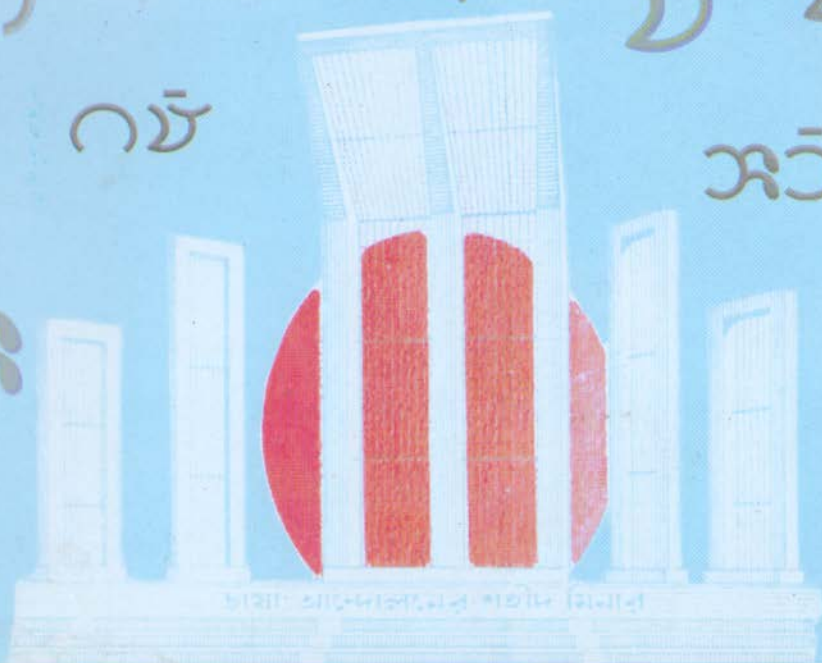


# চাকমা ভাষার লিপি ও বানানরীতির বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা

ডাঃ এস এন চাকমা



২৫০২

৬২

ক

০০



প্রকাশনায়  
ফিবোগ একাডেমী  
রাজাপানি, রাজমাটি।



## কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!  
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Agrakirti Bhante

চাকমা ভাষার  
লিপি ও বানানরীতির  
বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা

ডাঃ এস এন চাকমা  
ডি এইচ এম এস (ঢাকা), সি পি এস



প্রকাশনায়  
ফিবেগ একাডেমী  
রাজাপানি. রাজামাটি ।

□ সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ ।

□ প্রকাশ কাল : মাতৃভাষা দিবস-২০০৮ইং ।

□ প্রকাশক : ফিবেগ একাডেমী, রাজাপানি, রাজামাটি ।

□ পরিবেশক : গাজী প্রকাশনী,

৩৯ নিউমার্কেট, রাজামাটি । ফোন : ৬৩৩৪১ ।

৩৮ নবাব সিরাজদ্দৌল্লা রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম । ফোন : ৬৩৭৪৯৭ ।

৩৮ বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা-১১০০ । ফোন : ৭১১৯১৫৭ ।

□ সত্বাধিকারী : লেখক ।

□ কম্পিউটার কম্পোজ : নিগীড়া মনি চাকমা ও সত্য প্রিয় চাকমা,  
সফটলাইন কম্পিউটার, এফেব্র ম্যানসন(২য় তলা), চৌমুহনী, বনরুপা, রাজামাটি ।

□ গ্রফ সংশোধন :

চাকমা রাজা দেবশীষ রায়, সুনীতি বিকাশ চাকমা ও বিশ্বনাথ চাকমা ।

□ বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাজামাটি পার্বত্য জেলা ।

□ গ্রাফিক্স ডিজাইন : সজীব বড়ুয়া ।

□ প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : ডাঃ এস এন চাকমা ।

□ মুদ্রণ : সমকাল কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স, ৪৫০ রওশন মার্কেট,  
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম । মোবাইল : ০১৮১৯-৩৫৬১৪৯ ।

□ ওভেচ্ছা মূল্য : ৫০/= (পঞ্চাশ টাকা) মাত্র ।

## মুখবন্ধ

মাতৃভাষা মাতৃদুষ্কের সাথে দেহের রক্ত কণিকায় মিশ্রিত হয়ে আমাদের সমস্ত শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত। মাতৃদুষ্কে যেমন দেহের পুষ্টি সাধন হয় তেমনি মনের পুষ্টিও মাতৃভাষাতেই হয়ে থাকে। মাতা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রভাব প্রত্যেকটি মানুষের দেহ, মন ও প্রাণে বিশেষভাবে বিদ্যমান। শিক্ষাকে সুদূর প্রসারী করতে হলে, দেহের ও মনের সাথে একাত্ম করতে হলে, ব্যক্তি জীবনে ও জাতীয় জীবনে শিক্ষার সামগ্রিক সুফল লাভ করতে হলে- মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা অপরিহার্য ও বড়ই প্রয়োজন। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের চাকমা ভাষার অবস্থান বিবেচনা করলে এখনো অনঙ্কুরিত বৃক্ষ বৈকি! স্বাভাবিকভাবে এমন একটি অনুভূতি নিজের বিবেককেও দংশন করে প্রতিনিয়ত। এক সময় তাই ২০০০ সালের দিকে নিজে ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থে যুগোপযোগী করে আধুনিক পদ্ধতিতে চাকমা ভাষা ও বর্ণ পরিচয়ের জন্য একটি পাঠ্য বই রচনায় হাত দিই। কিন্তু এর গভীরে যতই প্রবেশ করতে থাকি ততই একের পর এক আমাকে বিভিন্ন জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। তাই এ কাজ সম্পাদন আমার পক্ষে যথারীতি এক গবেষণা কর্ম হয়ে দাঁড়ায়। আর এ কারণেই সে সম্পর্কে সর্বাত্মে কিছু প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। যে সব গুরুত্বপূর্ণ সত্য ও বিষয় এতে আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি সেগুলো ক্রমান্বয়ে গ্রন্থের যথাস্থানে উপস্থাপন করা হয়েছে। সমাজের প্রগতিশীল, বিচক্ষণ ও প্রাজ্ঞজনেরা নিশ্চয়ই সেগুলো আবারও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতঃ এর নিগূঢ় তত্ত্বটি উদ্ভাবন ও সঠিক সিদ্ধান্তটি নিতে সক্ষম হবেন। এ বই রচনা ও প্রকাশকালীন সময়ে আমি অনেক বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন প্রবন্ধের সাহায্য নিয়েছি। সেই সব লেখক ও সম্পাদকের কাছে নিশ্চয়ই আমি চির ঋণে আবদ্ধ। এছাড়াও অনেক অনেক জ্ঞানী গুণীজনের এবং অসংখ্য বন্ধু বান্ধবের সান্নিধ্য, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা পেয়েছি। যাঁদের নাম এই অল্প পরিসরে প্রকাশ করা সম্ভব নয় বলে আমার হৃদয়ের ডায়রীতেই গভীর কৃতজ্ঞতার কালিতে তাঁদের লিখে রেখেছি।

বিনীত

ডাঃ এস এন চাকমা

## সূচীপত্র :

১ম অধ্যায় : প্রারম্ভ । পৃষ্ঠা নং- ১ ।

২য় অধ্যায় : অঝাপাট বা বর্ণমালা সমীক্ষা । পৃষ্ঠা নং- ৩ ।

৩য় অধ্যায় : মাত্রা চিহ্ন ও ফলা চিহ্ন সমীক্ষা । পৃষ্ঠা নং- ৬ ।

৪র্থ অধ্যায় : জিরানা বা বিরাম চিহ্ন এবং নাদা বা অঙ্ক চিহ্ন সমীক্ষা । পৃষ্ঠা নং- ৭ ।

৫ম অধ্যায় : নাদা বা সংখ্যা প্রসঙ্গে । পৃষ্ঠা নং- ১০ ।

৬ষ্ঠ অধ্যায় : বানানরীতি সমীক্ষা । পৃষ্ঠা নং- ১২ ।

৭ম অধ্যায় : শেষ কথা । পৃষ্ঠা নং- ১৮ ।

## প্রারম্ভ :

মনের ভাব সুন্দরভাবে প্রকাশ করার নামই ভাষা। মুখের এ ভাষাকে স্থায়িত্ব দান করার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে লিপি ও বর্ণমালার। পাবত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমাদেরও রয়েছে নিজস্ব ভাষা ও লিপি। চাকমাদের এই লিপিগুলো অত্রাঞ্চলের তঞ্চঙ্গ্যারাও তাদের নিজস্ব লিপি হিসেবে আদিকাল থেকে লালন-পালন ও চর্চা করে আসছে। উল্লেখ্য যে, চাকমা ভাষা ও তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা সমাজে আলাদা আলাদা ভাবে স্বীকৃত হলেও এ দুই ভাষার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে। নৃতত্ত্ব বিচারে এই চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক হলেও প্রখ্যাত ভাষা গবেষক ড. গ্রিয়ার্সনের মতে তাদের ভাষাটা ইন্দো-এরিয়ান (Indo-Aryan) ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য কারো কারো মতে এই ভাষা সিনো-টিব্বিটান অথবা তিব্বতি-বার্মি পরিবারভুক্ত। আবার কারো কারো মতে এটি প্রাকৃত-অহমিয়া, তিব্বতি-বার্মি এবং বাংলা ও অন্যান্য ইন্দো-এরিয়ান ভাষার সংমিশ্রিত একটি ভাষা। বর্তমান চাকমা ভাষার অনেক শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি প্রাচীন ইন্দো-এরিয়ান ভাষা এবং বাংলা, অহমিয়া, হিন্দি প্রভৃতি আধুনিক ইন্দো-এরিয়ান ভাষার মিল রয়েছে। আবার অনেক শব্দের সঙ্গে তিব্বতি-বার্মি ও সিনো-টিব্বিটান ভাষার বিশেষ করে টিব্বিটান, আরাকানি বা বার্মিজ, অহমিয়া, থাই, ককবরক ভাষার মিল দেখা যায়। এ থেকে ধারণা করা হয় যে, ইন্দো-এরিয়ান ভাষার প্রভাবে মূল চাকমা ভাষার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

চাকমা ভাষার লিপিগুলো আকৃতিগত দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় খেমার, মায়ানমারের বর্মি এবং প্রাচীন অহোম লিপির সাথে যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। ড. গ্রিয়ার্সনের মতে এ খেমার লিপি থেকেই চাকমা ভাষার লিপিগুলো উদ্ভূত।

চাকমা ভাষার লিপিগুলো খুবই সুন্দর এবং অত্যন্ত যৌক্তিক। ভাষাটার সাথে গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে লিপিগুলোর মধ্যে। উচ্চারণ ছাড়াও প্রত্যেকটি চাকমা বর্ণের সাধারণ বৈশিষ্ট্যানুযায়ী আলাদা করে নামকরণ থাকায় বর্ণগুলোকে খুব সহজে আয়ত্ত্ব করা যায় এবং পার্থক্য করা যায়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আকাশ ছোঁয়া আধুনিক বিশ্বের কোন আধুনিকতার সংস্পর্শ ছাড়াই চাকমা লিপিগুলোর চর্চা হয়েছে গ্রামাঞ্চলের বৈদ্য, তান্ত্রিক ও রাউলিদের মাধ্যমে- তাঁদের চিকিৎসা প্রণালী ও তন্ত্র-

মন্ত্র লেখার প্রয়োজনে। চর্চা হয়েছে প্রথমে তালপাতায় পরে কাগজে-  
পুরুষপরম্পরায়। শিক্ষিত ও প্রগতিশীল(!) সমাজের মধ্যে এ লিপির চর্চা ও ব্যবহার  
ছিল না এবং বর্তমানেও নেই বললেই চলে। শিক্ষিত সমাজ আজ অবধি চাকমা  
ভাষায় সাহিত্য চর্চা করে আসছেন বাংলা লিপিতে। অধিকন্তু এ লিপির জ্ঞান আহরণ  
ও চর্চার জন্য এ-যাবত-কাল ধরে সরকারীভাবে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন, বিধি-  
বিধান, এমনকি ছাপার জন্যও কোন সুনির্দিষ্ট Font না থাকায় কালের বিবর্তনে  
সময়ের স্রোতে ভেসে বর্তমানে লিপিগুলো কিছুটা তালভ্রষ্ট ও পথহারা অবস্থায় বৈকি!

তারপরেও সমাজের দু'একজন সচেতন ব্যক্তি যাঁরা বিভিন্ন সময়ে দু'একটি  
চাকমা বর্ণমালার বই শিশু পাঠ্য আকারে প্রকাশ করেছেন, তাঁদের সশ্রদ্ধ সম্মান না  
জানাতে যেন চরম অবজ্ঞা করা হয়। তাঁদের এ দু'একটি প্রকাশনা নিশ্চয়ই সমাজের  
মধ্যে চাকমা লিপি শিক্ষায় ও রক্ষায় যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে এবং ভূমিকা রেখেছে।

আবার এও সত্য যে, চাকমা লিপি ও ভাষার কতক গবেষক বাংলা লিপি ও  
ভাষার অনুকরণ করে সহজ করতে গিয়ে চাকমা লিপির স্বকীয়তা ও মৌলিকত্ব  
হারাতে বসেছেন। নিজের ইচ্ছানুযায়ী লিপি সংস্কার ও সংশোধন করে লিপি ব্যবহারে  
সমাজে বেতালা অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। যার কারণে অনেক সময় এ লিপি  
চর্চাকারীদের মধ্যে মতানৈক্যও দেখা দেয়। তাই, সকলের প্রতি আমার আহ্বান  
প্রকৃত রূপ অনুধাবন ছাড়া আধুনিকায়ন ও লিপি সংস্কারের নামে এমনকি আদিম  
দাবী করতে গিয়েও আমরা যেন আর এ লিপি ও ভাষার গতিপথে অযথা পলি  
জমিয়ে না বসি। যেকোন সমস্যা- ১) বিজ্ঞান ভিত্তিক, ২) যৌক্তিক, ৩) যুগোপযোগী  
ও ৪) পৌরানিকভাবে যেন সমাধানের চেষ্টা করি। অন্যথায় বাঁধা নৌকায় দাঁড়ি  
টানলে যেমনটি হয় তেমনই হবে।

অতএব, সর্বক্ষেত্রে উপরোক্ত এই চারটি বিষয় বিচার ও বিবেচনায় রেখে  
সিদ্ধান্ত নিলে লক্ষ্যে পৌঁছা জটিলতা ও জটাজাল এড়িয়ে আমাদের পক্ষে নিশ্চয়ই  
সহজতর হবে। চাকমা লিপি ও ভাষার সাথে দীর্ঘদিন ধরে গভীরভাবে যুক্ত থেকে যে  
মিমাংসা দর্শন আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি, ক্রমান্বয়ে তা নিম্নরূপে সন্নিবেশিত  
হলো।















## অঝাপাট বা বর্ণমালা সমীক্ষা :

১। সর্বমোট ৩৪ টি বর্ণ বা অক্ষর নিয়ে অঝাপাট গঠিত হবে এবং সব বর্ণই আ-কারান্তে উচ্চারিত হবে।

২। বাংলার অনুকরণে চাকমাতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকা আলাদা করে দেখানোর কোন প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ ইংরেজীর ৫টি Vowel (স্বরবর্ণ) ও ২১টি Consonent (ব্যঞ্জনবর্ণ) মিলে মোট ২৬টি বর্ণ যেমন এক ফ্রেমে গাঁথা, তেমনি চাকমাতেও ৩৪টি বর্ণের মধ্যে ১টি গাইমাত্যা অহরক (স্বরবর্ণ/Vowel) এবং ৩৩টি বলেমাত্যা অহরক (ব্যঞ্জনবর্ণ/Consonent) একই ছকে বাঁধা থাকবে।

৩। “ ’ ” (এগফুদা), “ ‘ ” (দ্বিফুদা), “ ˆ ” (চাঁনফুদা) -এগুলো বর্ণ হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এবং সে কারণে এগুলো অঝাপাট -এ নয় চিহ্নপাট -এ স্থান পাবে।

৪। পেইকপাদা-হ্লা (  ), ডেল ভাঙা-ই (  ), লেজউবা-এ (  ) বর্ণগুলোর ব্যবহার থাকবে না বা বর্জিত হবে। কারণ- প্রথমতঃ পেইকপাদা-হ্লা'টির উচ্চারণ অনেকটা যুক্তাক্ষরের মত। দ্বিতীয়তঃ বর্ণটি অত্যন্ত বাহুল্যবোধ ও সহজ নয়। তৃতীয়তঃ ব্যবহার নাই বললেই চলে এবং না হলেও চলে। এছাড়া ডেলভাঙা-ই (  ), লেজউবা-এ (  ) বর্ণগুলোকে বাংলার অনুকরণে কোন এক সময় জনৈক লিপি সংস্কারক কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এগুলো আদি বর্ণ নয়। তথাপি এ বর্ণগুলো না থাকলেও পিঝপুঝা-আ (  ) দিয়ে “আ বাণ্যা-ই (  )” এবং “আত্ এ-কারইদলে-এ (  )” পাওয়া যায়। এগুলো আরও সহজ, গ্রহণযোগ্য এবং আদি থেকেই প্রচলিত।

৫। তথাকথিত “বসছি-উ (  )” বর্ণটি অন্য সব আ-কারান্ত বর্ণের মত আ-কারান্তে অর্থাৎ “বসছি-উয়া (  )” হিসেবে উচ্চারিত ও ব্যবহৃত হবে। কারণ উৎ লেখার সময় বৈদ্যরা সব সময় “  ” এভাবেই লেখেন। তাহলে এখানে “ ’ ” (এগফুদা) অর্থাৎ “ ৎ ” টি বাদ দিলে কেবল “  ” বা “উ” থাকে। আর যখন নিচের “ , ” (এগতান) চিহ্নটিকেও বাদ দেওয়া হয় তখন বর্ণটি নিশ্চয়ই “উয়া” না

হয়ে “উ” হতে পারেনা। অনেকে আবার এ বর্ণটিকে ঋ (ই) ও ঌ (এ) এর মত “উ” মনে করে বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু আমার ধারণা মতে ঋ (ই) ও ঌ (এ) এর সাথে ঌ (উয়া) এ তুলনা চলে না। কেননা এযাবৎকাল ধরে বর্ণটি খুবই জনপ্রিয়তার সাথে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আর বৈদ্যদের তালিক শাস্ত্রেতো রীতিমত মন্ত্রের সূচনা ও শেষ হয় এই বর্ণটিকে উচ্চারণ ও ব্যবহার করে। অতএব, বর্ণটির অবশ্যই ব্যবহার থাকা উচিত। তবে, “উ” হিসেবে নয় “উয়া” হিসেবে।

৬। প্রচলিত দুই ধরনের “জিল্যা-যা” ( ୟ ও ୟ ) এর মধ্যে “ ୟ ” এই জিল্যা-যা’টির ব্যবহার থাকবে। কারণ- দ্বিতীয় জিল্যা-যা ( ୟ )টি চিলাম’-ঙার (E) অনুরূপ হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে “ ୟ ” এই জিল্যা-যা’টির যথেষ্ট স্বতন্ত্রতা বিদ্যমান। তথাপি তুলনামূলকভাবে এ বর্ণটির ব্যবহার অধিক অধিক হারে প্রচলন আছে।

৭। বর্ণগুলোর সাধারণ আকৃতি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৪ঃ৩ ও ৩ঃ৩ বা বর্গাকৃতির হবে এবং ক্রম নিম্নে বর্ণিত ছক অনুযায়ী সজ্জিত হবে। অর্থাৎ ৪ঃ৩ অনুপাতের বর্ণ হবে ২৭ টি এবং ৩ঃ৩ অনুপাতের বা বর্গাকৃতির বর্ণ হবে ৭ টি।

## ྐྙྟྩྭ(অঝাপাট)/বর্ণমালা

চূচ্যাঙা-কা	ঙজোঙা-খা	চান্দ্যা-গা	তিনডাল্যা-ঘা	চিলাম'-ঙা
দিডাল্যা-চা	মজরা-ছা	দিপদলা-জা	উরোউরি-ঝা	চিলেচ্যা-ঞা
দিআহ্‌দাৎ-টা	ফুডাদিয়াৎ-ঠা	আডুভাঙাৎ-ডা	লেবভরাৎ-ঢা	পেদতুয়া-ণা
ঘঙদাৎ-তা	জঙদাৎ-থা	দোলনিৎ-দা	তলমুয়াৎ-ধা	ফারবাহ্যা-না
পাল্যা-পা	উবরফুডা-ফা	উবরমুয়া-বা	চেরডাল্যা-ভা	বৃগতপদলা-মা
জিল্যা-যা	দিদাজ্যা-রা	তলমুয়া-লা	উবরমুয়া-হা	ভুদিবুকা-সা
চিমোজ্যা-য়া	পিচপুঝা-আ	বসছি-উয়া	বাজন্যা-ওয়া	

## মাত্রা চিহ্ন ও ফলা চিহ্ন সমীক্ষা :

নিম্নে বর্ণিত ১৩ টি মাত্রা চিহ্ন এবং ৬ টি ফলা চিহ্ন উচ্চারণ অনুযায়ী বর্ণে ব্যবহৃত হয়ে শব্দ গঠন করে। একটি বর্ণে একাধিক মাত্রা চিহ্ন ব্যবহৃত হতে পারে। তবে, কখনো একসাথে একাধিক ফলা চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না।

### মাত্রা চিহ্ন ও তার ব্যবহার :

মাত্রা চিহ্ন	মাত্রার উচ্চারণ	বর্ণে ব্যবহার	বাংলা রূপ	উদাহরণ
।	উবর তুল্যা	৴	ক	৴৷ (কলা)
—	মায়্যা	৴	ক্	৴৶ (গম)
ে	এ-কার	৴ে	কে	৴ে৷ (বেলা)
০	বাহ্যা	৴	কি	৴িঙ্ (চিনি)
০	বাণীফুদা	৴	কী	৴িঙ্ (গীদ)
।	এগটান	৴	কু	৴ু৶ (জুম)
^	দ্বিটান	৴ু	কূ	৴ুঙ্ (পূগ)
। ০	ও-কার	৴ু	কো	৴ুঙ্ (মোন)
। ০	ঔ-কার	৴ু	কৌ	৴ু (বৌ)
ʹ	ডেলভাঙা	৴	কাই	৴েঙ্ (বিলেই)
˙	এগফুদা	৴	কাং	৴েঙ্ (বারেং)
˙˙	দ্বিফুদা	৴	কাঃ	৴েঙ্ (দুঃখী)
˙	চাঁনফুদা	৴	কাঁ	৴েঙ্ (চাঁন)

## ফলা চিহ্ন ও তার ব্যবহার :

ফলা চিহ্ন	ফলার উচ্চারণ	বর্ণে ব্যবহার	বাংলা উচ্চারণ	উদাহরণ
√	য়া-ফলা	৴	ক্যা	৴ে৴৴ (কেল্যা)
┐	রা-ফলা	৵	ক্রা	৵্রে (ক্রো)
৳	লা-ফলা	৶	ক্রা	৶েঁ (প্লেগ)
৵	হা-ফলা	৷	কাহ্	৷ুঁ (পহ্)
৶	না-ফলা	৸	ক্রা	৸্রুঁ (যত্র)
৷	ওয়া-ফলা	৹	কাওয়া	৹৵ঁ (সামমোয়া)

## জিহ্বানা বা বিরাম চিহ্ন ও নাদা বা অঙ্ক চিহ্ন সমীক্ষা :

বিরাম চিহ্ন ও অঙ্ক চিহ্নগুলো বাংলা এবং ইংরেজী লিপির অনুরূপ ব্যবহার করাই যথার্থ হবে। কারণ চাকমা লিপির পূর্বকার বইতে যে কয়টি মাত্র বিরাম ও নাদা চিহ্ন পাওয়া যায় সেগুলো প্রায়ই বাংলা লিপিরই অনুরূপ। তবে, যে দু'একটির ক্ষেত্রে যৎসামান্য বিকৃত বা ব্যতিক্রমী রূপ পাওয়া যায় সেগুলো বলতে গেলে যথার্থভাবে ব্যবহারোপযোগী নয়। যেমন- শ্রদ্ধেয় চিরজ্যোতি ও মঙ্গল চাকমা সম্পাদিত “চাঙমার আগপুখি” বইতে বিদ্যমান প্রশ্নবোধক চিহ্নটি ( ৷ = পুঝার) যেমন তড়িতে লেখা সহজ নয়, তেমনি দেখতেও শোভন মনে হয়না। এছাড়া প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বন্ধনীকে যথাক্রমে- ( -- ), (( -- )) ও < -- > রূপে প্রকাশ করা হয়েছে, যেগুলো একসাথে বসাতে গেলে খুবই গোলমেলে মনে হয় এবং অত্যন্ত জটিলতার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় বন্ধনীদ্বয়ের রূপ এক ধরনের হওয়ায় একসাথে ব্যবহৃত উভয় চিহ্নের তফাৎ বোঝা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। তদুপরি লিখিত ভাষায় ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সবকটি চিহ্নও চাকমা লিপিতে নেই। তাই আন্তর্জাতিক মানের নিম্নলিখিত চিহ্নগুলোর ব্যবহার চাকমা লিপিতেও থাকা অযৌক্তিক নয়। যুগোপযোগীও বটে।

আজকের এই আধুনিক বাংলা ভাষার শুরুর দিকেও দু'একটি চিহ্ন ব্যতীত বিরাম ও জ্যোতি চিহ্নের খুব একটা প্রচলন ছিল না। রাজা রায়মোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতি মণিষীদের পদচারণায় মূলতঃ ইংরেজী সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আজকের এই আধুনিকতম বাংলা লিপি ও সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। বলতে গেলে রাজা রায়মোহন রায়ই প্রথম বাংলা সাহিত্যে বিরাম ও জ্যোতি চিহ্নের ব্যবহার রীতি প্রবর্তন করেন।

## জিরানা বা বিরাম চিহ্ন :

চিহ্ন	চাকমা নাম	বাংলা নাম	IN ENGLISH
,	ꠄꠤꠞꠤ (জিরান/Jiran)	কমা	Comma
;	ꠄꠤꠞꠤꠄꠤꠞꠤ (ফুদাজিরান/I'udajiran)	সেমিকোলন	Semi colon
।(.)	ꠄꠤꠞꠤꠄꠤꠞꠤ (এগচিল্যা/Agchillya)	দাঁড়ি	Pull-stop
।।(..)	ꠄꠤꠞꠤꠄꠤꠞꠤꠄꠤꠞꠤ (দ্বিচিল্যা/Dichillya)	দ্বাবল দাঁড়ি	Double Pull-stop
?	ꠄꠤꠞꠤꠄꠤꠞꠤ (পুঝার/Pujhar)	প্রশ্নবোধক	Interrogation
!	ꠄꠤꠞꠤꠄꠤꠞꠤ (আমহগ/Amhag)	আশ্চর্যবোধক	Exclamation
:	ꠄꠤꠞꠤꠄꠤꠞꠤ (কোলন/Colon)	কোলন	Colon
-	ꠄꠤꠞꠤꠄꠤꠞꠤ (জরা/Jara)	সংযুক্তি	Hyphen
—	ꠄꠤꠞꠤꠄꠤꠞꠤ (ড্যাশ/Dash)	ড্যাশ	Dash
“ -- ”	ꠄꠤꠞꠤꠄꠤꠞꠤꠄꠤꠞꠤ (উদ্ধোর/Uddhor)	উদ্ধৃতি	Inverted comma
'	ꠄꠤꠞꠤꠄꠤꠞꠤ (ভজ/Bhaj)	বিলুপ্তি	Quotation

## নাদা বা অঙ্ক চিহ্ন :

চিহ্ন	চাকমা নাম	বাংলা নাম	IN ENGLISH
+	গেৱগত্‌ (এগত্তর/Agattar)	যোগ	Plus/Addition
-	ফারগ (ফারগ/Farag)	বিয়োগ	Minus/Substraction
×	দুণা (দুণা/Duna)	গুণ	Into
÷	ভাগ (ভাগ/Bhag)	ভাগ	Divided/Divition
=	সং (সং/Sang)	সমান	Equal
:	অনুপাদ (অনুপাদ/Anupad)	অনুপাত	Isto/Ratio
>	সেনা (সেনা/Sena)	বৃহত্তর	Greater then
<	লেদা (লেদা/Leda)	ক্ষুদ্রতর	Less then
∴	জিয়ানত্যা (জিয়ানত্যা/Jianatya)	যেহেতু	Because
∴	সিয়ানত্যা (সিয়ানত্যা/Sianatya)	সুতরাং	So
(- -)	এগবান (এগবান/Eagban)	১ম বন্ধনী	1st Bracket
{ - }	দ্বিবান (দ্বিবান/Diban)	২য় বন্ধনী	2nd Bracket
[ - ]	তিনবান (তিনবান/Tinhan)	৩য় বন্ধনী	3rd Bracket

### নাদা বা সংখ্যা প্রসঙ্গে :

চাকমা লিপি শিক্ষার জন্য ছাপাখানার মাধ্যমে ইতিপূর্বে ছাপানো বইতে চাকমায় শত গণনার লিপি বা নাদা স্পষ্টতই বিদ্যমান। এছাড়া হস্তে লিখিত বিভিন্ন চাকমা বইতেও এ লিপির যথেষ্ট ব্যবহার পওয়া যায়। কিন্তু ২০০১ইং সালে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত “চাকমা পঞ্চম পাত” বইতে চাকমাদের এই লিপিগুলো পুরোদমে বর্জন করে বাংলা লিপির সংখ্যাগুলোকেই গ্রহণ করা হয়েছে। আর এই গ্রহণ ও বর্জনের পিছনে কোন কারণ বা সুস্পষ্ট বক্তব্য উক্ত বইয়ের কোথাও উল্লেখ নেই। এবং এর কোন যৌক্তিক কারণ ও ব্যাখ্যা আছে কিংবা থাকতে পারে বলেও আমি মনে করি না। হ্যাঁ, উক্ত বই সম্পাদন-কালীন সময়ে এক মত বিনিময় সভায় আমারও উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখন সম্পাদনা পরিষদের শ্রদ্ধেয় আহ্বায়ক ডাঃ ভগদত্ত খীসাকে বলতে শুনেছি যে, চাকমাদের এই গণনা লিপিগুলো নাকি সুন্দর নয়! তাই তিনি বাংলা কিংবা ইংরেজী লিপিগুলো গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু, কেবল এই অসৌন্দর্য্যতার কারণে পুরোদমে আমাদের নিজস্ব ও স্বকীয়তার কবর রচনা যথার্থ গ্রহণযোগ্য ও যৌক্তিক কারণ হতে পারে বলে আমি মনে করি না। তাই পূর্বানুরূপ অর্থাৎ প্রচলিত নাদা বা সংখ্যাগুলোরই ব্যবহার থাকা প্রয়োজন মনে করি।

তবে, আরও বিজ্ঞান ভিত্তিক, যুগোপযোগী ও ব্যবহারোপযোগী করনার্থে দু' একটি নাদা বা সংখ্যাকে যেন একটু সংশোধন করার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে বৈকি। যেমন- নয় (।০৫ = ন') সংখ্যাটি অত্যন্ত জটিল একটি অক্ষর যা কচি কচি ছেলেমেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ দুঃসাধ্য বিবেচনা করা যায়। যার ফল হিসেবে এ লিপি শিক্ষায় তাদের বিমুখীতা উৎপন্ন হতে পারে স্বাভাবিকভাবে। দ্বিতীয়তঃ এটি দ্রুত লেখা সম্ভব হয় না। ফলশ্রুতিতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কষ্ট সাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তৃতীয়তঃ এই একটি অক্ষর দুইটি অক্ষরের জায়গা দখল করে- যেটি সবচেয়ে বিবেচ্য বিষয়। কারণ ব্যবহারিক প্রয়োজনে আমরা যখন যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতি অংক কষতে যায় তখন অঙ্ক সংখ্যা একই হলেও নয় অঙ্কটির সংখ্যা হয়তো অধিক থাকায় সংখ্যার Position বা অবস্থান ঠিক রাখা যায় না। যা বিজ্ঞান ভিত্তিক ও যুগোপযোগী মানা দুর্জয়। হ্যাঁ, অনেকে হয়তো বলতে পারেন ইংরেজী 1 ও 2 এর মধ্যেও সমতা নেই। নিশ্চয়ই মানছি। কিন্তু তাদের মধ্যে



যেমনি গঠনগত কোন জটিলতা নেই তেমনি তুলনামূলকভাবে ততটা ছোট বড়ও নয়। পক্ষান্তরে চাকমা **০৬** (ন'/নয়)- এ পাশাপাশি দু'দুটো গোলাকৃতির মাঝে আবারও একটি সমান চিহ্নের মত থাকায় ছোট করে লিখতে গেলেও অল্প পরিসরে প্রকাশ করা কিছুতেই সম্ভব হয়ে উঠে না। অতএব, নাদা বা অঙ্ক সংখ্যাগুলোর ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও সংস্কারের প্রয়োজন আছে মনে করি। [ বিদ্রঃ এক্ষেত্রে লিপিটির ( **০৬** ) প্রথম গোলাকারটি এবং সমান চিহ্নের মত অংশটি বাদ করে শেষের যে ইংরেজী অক্ষর **৬** {টিটা বা কিউ(প্রায়)}- এর মত অংশটি পাওয়া যায় কেবল তাকেই নয় ( **৬** = ন') হিসেবে সংস্কার বা সংশোধন করা হলে কেমন হয়?] তাই, সবদিক বিচার বিশ্লেষণ করে সরকারীভাবে উদ্যোগ নেয়া হলে এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকলে এ সমস্যা সমাধান নিশ্চয়ই অসম্ভব কিছু নয়। প্রয়োজন বোধে **২, ৩, ৭, ৮** (দুই, তিন, সাদ, আদ্যা) -এ অঙ্কগুলোও বাংলা, ইংরেজী বা অন্যান্য লিপি থেকে স্বাতন্ত্র্য করনার্থে কিছুটা পরিবর্তন করা হলে সম্ভবত ভাল বৈ মন্দ হবে না।

### প্রচলিত নাদা বা অঙ্ক সংখ্যা :

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	০৬	১০
এগ	দুই	তিন	চের	পাঁজ	ছ'	সাদ	আদ্যা	ন'	দবা

### প্রস্তাবিত নাদা বা অঙ্ক সংখ্যা :

এগ	দুই	তিন	চের	পাঁজ	ছ'	সাদ	আদ্যা	ন'	দবা

## বানানরীতি সমীক্ষা :

১। ভাষা আপন গতিতে চলে। তাই একটি ভাষাকে অপর একটি ভাষা দিয়ে বোঝানো যতটা সহজ নয় ততটা কঠিন। একটি ভাষার যথার্থ প্রতিশব্দ অন্য ভাষায় নাও হতে পারে। উচ্চারণের বেলায়ও ঠিক তেমনটিই হয়। বাংলা ভাষায় বর্ণ ও শব্দের উচ্চারণ যেমন যতটা গভীর ও স্পষ্ট চাকমা ভাষায় কখনো ততটা গভীর ও স্পষ্ট নয়। চাকমারা যেন একটু হালকা হালকা করেই উচ্চারণগুলো করে থাকে। যেমন- বাংলা ক, খ, গ, ঘ এর উচ্চারণ যতটা গভীর ও স্পষ্ট; চাকমা (ᳵ, ᳆, ᳇, ᳈) (যথাক্রমে- কা, খা, গা, ঘা) এর উচ্চারণ কখনো ততটা গভীর ও স্পষ্ট নয়। বিশেষ করে ক ও খ এর উচ্চারণ চাকমারা কখনো শব্দের প্রথমে করে না। তবে, শব্দের শেষে এই ক ও খ এর উচ্চারণ অনেকটা স্পষ্ট হতে পারে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ- কাক্কা, কাক্কী, কাল্লং, কাঙারা, মক্যা, খাদি, খবং, খারা, প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণকালে গুরুত্ব ক বা খ অত্যন্ত হালকা ও অগভীর। কিন্তু শেষের ক বা ক্ক এবং খ থাকলেও সেগুলোর উচ্চারণ অনেকটা স্পষ্ট ও গভীরই হয়ে থাকে। অর্থাৎ শব্দের প্রাথমিক ক ও খ এর উচ্চারণ বাংলায় ঠিক ক-ও নয় হ-ও নয় এমনই একটি মাঝামাঝি উচ্চারণ, যেটি প্রত্যক্ষ উচ্চারণ ছাড়া পরোক্ষভাবে লিখে বোঝানো কঠিন। আবার তাই বলে এ শব্দগুলোকে হ দিয়ে শুরু করা অন্যায়।

নিম্নে ক, খ ও হ দিয়ে শুরু হওয়া কয়েকটি শব্দ উদাহরণে দেখানো হলো।

ক দিয়ে শুরু : কাক্কা, কাক্কী, কাল্লং, কাঙারা, কালা, কথা, কবাল, কলা, কলম ইত্যাদি।

খ দিয়ে শুরু : খাদি, খবং, খারা, খানা, খেবার, খেঙ্গরং, খারু, খর' ইত্যাদি।

হ দিয়ে শুরু : হাঙোং, হামাক্কাই, হালিক, হাক্কন, হাসপাতাল ইত্যাদি।

২। সাধারণতঃ উচ্চারণের উপর দৃষ্টি রেখেই চাকমা শব্দের বানান লিখতে হবে। বিশেষ করে হ্রস্ব স্বর ও দীর্ঘ স্বর এবং অল্প ও মহাপ্রাণ ধ্বনি বা বর্ণের ব্যবহার সতর্কতার সাথে করা উচিত। যেমন-

অশুদ্ধ :

বিজু (ᳵ᳚) -

শুদ্ধ :

বিঝু (ᳵ᳚) -

ঝুম ( ঝুঁ ) - - জুম ( জুঁ )  
 ইদু ( ঈঁ ) - - ইধু ( ঈঁ )  
 ইদোত ( ঈঁত ) - - ঈদোত ( ঈঁত ) ইত্যাদি ।

৩। কতকগুলো বাংলা শব্দ উচ্চারণে সামান্য বিকৃত হয়ে সরাসরি চাকমা ভাষায় প্রবেশ করেছে কিংবা হয়তো ব্যুৎপত্তিগতভাবেই এক সেসব বাংলা শব্দের শেষে কিংবা মাঝখানে “ছ, শ, ষ, স” -এ বর্ণগুলো থাকলে রূপান্তরিত সেসব চাকমা শব্দগুলোর উচ্চারণ ঐ “ছ, শ, ষ, স” স্থলে “ঝ” হয়ে থাকে। তাই, এ শব্দগুলোর বানানকালে ঐ “ছ, শ, ষ, স” -এর স্থলে “ঝ” লেখাই যুক্তিসঙ্গত।

যেমন : গাছ>গাঝ, বাঁশ>বাঁঝ, মাছ>মাঝ, মাছি>মাঝি, বাঁশি>বাঁঝি, পোশাক>পোঝাগ/পোঝা, ঘাস>ঘাঝ, শেষ>শেঝ, হাঁস>আহ্‌ঝ ইত্যাদি।

কিন্তু, এগুলোকে কখনো “চ বা জ” কিংবা “ছ, শ, ষ, স”- তে পরিবর্তন করে লেখা উচিত নয়। কারণ ঐ শব্দগুলোতে যখন বিভিন্ন বিভক্তি যুক্ত করা হয় তখন আর ঐ শব্দের সঠিক উচ্চারণ ও অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন :

গাছ>গাচ+অ = গাচ’, গাচ+অর = গাচর,  
 গাচ+অরে = গাচরে, গাচ+অত = গাচত,  
 গাচ+অতুন = গাচতুন, গাচ+চুনরে/উনরে = গাচ্চুনরে ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে,

গাছ>গাজ+অ = গাজ, গাজ+অর = গাজর,  
 গাজ+অরে = গাজরে, গাজ+অত = গাজত,  
 গাজ+অতুন = গাজতুন, গাজ+চুনরে/উনরে = গাজ্চুনরে ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে,

গাছ>গাঝ+অ = গাঝ’, গাঝ+অর = গাঝর,  
 গাঝ+অরে = গাঝরে, গাঝ+অত = গাঝত,  
 গাঝ+অতুন = গাঝতুন, গাঝ+চুনরে/উনরে = গাঝ্চুনরে প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত করা হলে তার প্রকৃত রূপ ও অর্থ অভিন্ন থাকে।

একই কারণে- “ক থাকলে গ”, “খ থাকলে ঘ”, “চ থাকলে জ”, “প থাকলে ব” হবে।

যেমন : এক>এগ, একর>এগর, চকি>চগি, আকাশ>আগাঝ, বুক>বুগ ইত্যাদি।

পাখী>পেঘ, চোখ>চোঘ, সুখ>সুঘ, দুখ>দুঘ, নখ>নঘ, লেখা>লেঘা ইত্যাদি।

বিচি>বিজি, পঁচা>পঁজা, মচা>মজা, মাচা>মাজা, বেচা>বেজা ইত্যাদি।

বাপ>বাব, সাপ>সাব, মাপ>মাব, কাপ>কাব, খারাপ>খারাব,  
উপদেশ>উবদেধ ইত্যাদি।

৪। অনুরূপভাবে, ট ও ঠ থাকলে যথাক্রমে ড ও ঢ এবং ত ও থ থাকলে দ ও ধ লেখা উচিত।

যেমন : মাটি>মাড়ি, পাটি>পাড়ি, বাটা>বাড়া, কাঁটা>কাঁড়া,  
বটগাছ>বড়গাছ, ফোটা ফোটা>ফুডো ফুডো ইত্যাদি।

মাঠ>মাদ, কাঁঠি>কাঁড়ি, কাঁঠাল>কাঁড়ঠাল, পিঠ>পিড়, লাঠি>লড়ি/লড়িক  
ইত্যাদি।

ভাত>ভাদ, জাতি>জাদ, হাতি>এহুদ, ছাতা>ছাদি, সাত>সাদ,  
খাতা>খাদ, পাতাল>পাদাল ইত্যাদি।

পথ>পধ, কথা>কধা, যথা>যধা, মাথা>মাধা, কাঁথা>কেঁধা ইত্যাদি।

৫। যুক্তাক্ষর থাকবে না। তবে, ঞ (যা), ঞ (রা), ঞ (লা), ঞ (হা), ঞ (না), ঞ (ওয়া)- এ বর্ণগুলোর ফলা হিসেবে যথাক্রমে ঞ (যা-ফলা), ঞ (রা-ফলা) ঞ (লা-ফলা), ঞ (হা-ফলা), ঞ (না-ফলা), ঞ (ওয়া-ফলা)- এ চিহ্নগুলো বর্ণে ব্যবহৃত হবে। যেমন :

য়া-ফলার ( ঞ ) ব্যবহার :

ঞঞ (কেল্যা),

ঞঞ (বেন্যা),

ঞঞ (বেল্যা),

ঞঞ (এচ্যা),

ঞঞঞ (বলপেয়্যা) ইত্যাদি।

রা-ফলার ( ঞ ) ব্যবহার :

রঞরঞ (শ্রমন),

রঞরঞ (শ্রীমৎ),

রঞরঞ (আম্রা),

রঞরঞ (ক্রঙা),

রঞরঞরঞরঞরঞ (তন্ত্র-মন্ত্র) ইত্যাদি।

লা-ফলার ( ঞ ) ব্যবহার :

লঞলঞ (প্লাবন),

লঞলঞ (প্লেগ),

লঞলঞ (ক্লাভি)

লঞলঞ (গ্লোরী),

লঞলঞ (গ্লানি),

ইত্যাদি।

হা-ফলার ( ঞ ) ব্যবহার :

হঞহঞ (পুনাহ),

হঞহঞ (সানাহ) ইত্যাদি।

হঞহঞ (পহর),

হঞহঞ (বানাহ),

না-ফলার ( 𑂔 ) ব্যবহার :

𑂔𑂰𑂔 (স্নেহ),

𑂔𑂰𑂔 (যত্ন),

𑂔𑂰𑂔 (রত্ন),

𑂔𑂰𑂔 (স্নিগ্ধা),

𑂔𑂰𑂔 (স্নান) ইত্যাদি।

ওয়া-ফলার ( 𑂔 ) ব্যবহার :

𑂔𑂰𑂔𑂰 (এগকোয়া),

𑂔𑂰𑂔𑂰 (সাদটোয়া),

𑂔𑂰𑂔𑂰𑂰 (কুণ্ডরবোয়া)

𑂔𑂰𑂔𑂰𑂰 (সামমোয়া) ইত্যাদি।

৬। কতগুলো চিরাচরিত শব্দে হা-ফলার উচ্চারণ বিদ্যমান থাকলেও তা না বসানোই শ্রেয়। যেমন :

চাকমাহ্>চাকমা = 𑂔𑂰𑂔𑂰 > 𑂔𑂰𑂔

মারমাহ্>মারমা = 𑂔𑂰𑂔𑂰 > 𑂔𑂰𑂔

পানিহ্>পানি = 𑂔𑂰𑂔𑂰 > 𑂔𑂰𑂔

চিনিহ্>চিনি = 𑂔𑂰𑂔𑂰 > 𑂔𑂰𑂔 ইত্যাদি।

৭। বাংলার যুক্তবর্ণগুলোকে চাকমা হরফে লেখার সময় ইংরেজীর মত ভেঙে ভেঙে লিখতে হবে। যেমন :

তন্ত্র-মন্ত্র = 𑂔𑂰𑂔𑂰𑂔𑂰𑂔𑂰

যুক্তবর্ণ = 𑂔𑂰𑂔𑂰𑂔𑂰𑂔𑂰

স্কুল = 𑂔𑂰𑂔𑂰𑂔𑂰

স্পর্দা = 𑂔𑂰𑂔𑂰𑂔𑂰

পাক্সা = 𑂔𑂰𑂔𑂰

পক্তা = 𑂔𑂰𑂔𑂰

ইনস্টিটিউট = 𑂔𑂰𑂔𑂰𑂔𑂰𑂔𑂰𑂔𑂰

ইত্যাদি।

৮। আবার কতগুলো শব্দে বিদ্যমান যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ বাস্তবে পরিবর্তিত রূপে উচ্চারিত হলেও উক্ত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও উচ্চারণ বিবেচনা করে তা অন্য ভাষায় বানানকালেও ঐ পৌরানিক উচ্চারণ ও বানানটি অপরিবর্তিত রেখে বাস্তবিক উচ্চারণটিই করা হয়। অতএব, চাকমাতেও সম্ভবত এর ব্যতিক্রমটি হওয়ার নয়। যেমন :

শব্দের বানান :

পদ্মা>Padma> 𑂔𑂰𑂔𑂰

লক্ষ্মী>Laksmi> 𑂔𑂰𑂔𑂰𑂔𑂰

লক্ষণ>Laksman> 𑂔𑂰𑂔𑂰𑂔𑂰𑂔𑂰

ইত্যাদি।

উচ্চারণ :

পদ্দা

লোক্খি

লক্খোন

৯। একটি বর্ণে একাধিক মাত্রা চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে যুক্ত উচ্চারণ হতে পারে।

যেমন :

কৃষ্ণ = কণ্ঠি,      কল্লী = কালী,  
খচ্চর,      পত্তাপত্তি,  
বাপ্তি,      এগত্তর ইত্যাদি।

১০। বাংলা বর্ণে চাকমা ভাষা লেখার সময় খুব একটা তাগিত ছাড়া অর্থাৎ উচ্চারণে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে খসস্ত ( ) দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ বাংলা বানানের এমনই আধুনিকতম রীতি। বলতে গেলে কবি গুরু রবীন্দ্র নাথই এ রীতির প্রচলন ঘটান।

যেমন : বাব্>বাব, গীদ্>গীদ, পধ্>পধ, কাট্টোল্>কাট্টোল, চাক্মা>চাকমা, মার্মা>মারমা ইত্যাদি।

১১। যেসব বাংলা শব্দ নাসিক্য যোগে উচ্চারিত হয় অর্থাৎ শব্দে চন্দ্রবিন্দু ( ) বিদ্যমান সেসব চাকমা শব্দ প্রনয়নেও উক্ত চন্দ্রবিন্দুটি যথাস্থানে অপরিবর্তিত রাখায় শ্রেয়। কারণ উক্ত শব্দে বর্ণের পরিবর্তন ঘটলেও সম্ভবত নাসিক্য উচ্চারণ অপরিবর্তিত থাকে।

যেমন : চাঁদ>চাঁন, বাঁশ>বাঁঝ, বাঁশি>বাঁঝি, হাঁস>আঁহা ইত্যাদি।

১২। এমন কতগুলো শব্দ আছে, যেগুলো বাংলায় ও-কারান্তে উচ্চারিত হলেও বানানকালে কিন্তু ঠিক তা লেখা হয় না। এরূপ শব্দ চাকমা লিপিতে বানানকালে অবশ্যই ও-কার দিয়ে লেখা সঙ্গত। অর্থাৎ পরিভাষা একই হলেও লিপি ব্যবহারের স্বতন্ত্রতা অনুযায়ী বানান লেখাই যুক্তিসঙ্গত। যেমন :

বই = বৃ      মন্ত্রী = মৃন্ত্রী  
চড়ই = চৃষ্ণ      বড়ই = বৃষ্ণ  
পখিম = পৃষ্ণি      দধিন = দৃষ্ণি  
ইত্যাদি।

১৩। সকল ভাষায় অঞ্চল ভিত্তিক এবং গোষ্ঠী ভেদে বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার ও উচ্চারণে কিছুটা অমিল বা বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। চাকমা ভাষায়ও নিশ্চয়ই সেসব বৈচিত্র্যটি আছে। কিন্তু সকল উচ্চারণ ও শব্দ ব্যবহার করে আবার Standard বজায় রাখা যায় না। তাই এক্ষেত্রে শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ও প্রচলিত অর্থ বিবেচনা করে প্রকৃত শব্দ, উচ্চারণ ও বানানটি বাচাই করা সঠিক। হিসাবে গণ্য হবে।

যেমন :

আঞ্চলিক :

পেনোন

বেলেই

শুয়র

দয়িন

ফাওন

মান্যর/মাঞ্জর

শুদ্ধ :

পিনোন

বিলেই

শুগর

দযিন

ফাগুন

মানবর/মানুবর

ব্যুৎপত্তিগত ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা :

পিনেনা, তে পিনে, তারা পিনোন

বিড়াল

শুকর

দযিন, দক্ষিণ

ফাগুন

মানুষ/মানুষ ইত্যাদি ।

## শেষ কথা

পূর্বে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে ক্রমানুয়ে বর্ণনা করা হয়েছে অব্যাপাচ (বর্ণমালা), মাত্রা ও ফলা চিহ্ন, জিরানা ও নাদা চিহ্ন (বিরাম ও অঙ্ক চিহ্ন), নাদা বা সংখ্যা এবং সবশেষে বানানরীতি প্রসঙ্গে। আমি মনে করি চাকমা ভাষাটি লেখার জন্য যাবতীয় মৌলিক উপাদান এতে সন্নিবেশিত হয়েছে- ব্যাখ্যামূলকভাবে। আমার বিশ্বাস প্রাজ্ঞজনেরা নিশ্চয়ই আমার বিশ্লেষিত এ নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান নেবেন অত্যন্ত নিপুণতার সাথে।

ইদানিং চাকমা ভাষায় অনেক গান, গল্প, কবিতা, নাটক প্রভৃতি প্রকাশিত হচ্ছে বাংলা লিপিতে। চাকমা লিপিতেও মাঝেমাঝে দু'একটি প্রকাশনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু এযাবৎকাল ধরে বানানরীতি না থাকায় এসবের বানান লেখা হচ্ছে যার যেভাবে খুশি। বৈদ্য, তান্ত্রিক, রাউলিরাও তাঁদের চিকিৎসা প্রণালী, তন্ত্র-মন্ত্র ও আগরতারা লিখেছেন শৃঙ্খলাহীনভাবে। এ কারণে পাঠোদ্ধারে সময় লাগে বিলম্ব। রীতিমত গবেষণা কর্ম হয়ে দাঁড়ায় মর্ম বুঝতে। সহজ পাঠও হয়তো দুর্বোধ্য জটাজালে অর্থহীন হয়ে উঠে।

ভাষার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্যে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল বানান অপরিহার্য। আর এ বিশুদ্ধতা ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করার জন্য বানানের সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। তাই, পূর্বে বর্ণিত বানানরীতি অনুসরণ করা হলে আশা করি ধীরে ধীরে এ সমস্যা নিরসন নিশ্চয়ই সহজ হবে। আস্তে আস্তে পাঠাভ্যাস গড়ে উঠবে আমাদেরও। অতএব, চাকমা ভাষার প্রতিটি প্রকাশনার পূর্বে শব্দের বানানগুলোকে সর্বাত্মে রীতিমত ঠিক করাও বর্তমান সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সে প্রচেষ্টাই যেন অব্যাহত থাকে এ কামনা করি। অবশ্য, তারপরও গবেষণার কোন অন্ত থাকেনা। সামনে পরে আছে আমাদের আরও অনেক অনেক সুদূর প্রসারী পথ। পাড়ি দিতে হবে একের পর এক সাগর-পাহাড়-অরণ্য।

পরিশেষে বলবো, রাঙ্গামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক চাকমা ভাষার যে সফটওয়্যারটি তৈরী করা হয়েছে কিংবা CHAKMA PRIMER নামে যে একটি শিশু পাঠ্য বই প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে অনেক কিছুই



এটি রয়ে গেছে। এতে কয়েকটি বর্ণ যথেষ্ট বিকৃতির স্বীকার হয়েছে। আনুপাতিক হারে বর্ণগুলো অত্যন্ত ছোট-বড়ও হয়েছে। অবশ্য, বিভিন্ন ধরনের লেখার মধ্যে এটা একটা Style বা Font হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। তবে, এটা অসম্পূর্ণও বলা যায় বৈকি। কারণ এতে প্রচলিত নাদা বা সংখ্যা, ৩টি মাত্রা চিহ্ন ও ১টি বর্ণ যথারীতি অনপস্থিত।

তাই, নতুনভাবে সাধারণ Style বা Font এ চাকমা লিপির আরেকটি Software তৈরির আবেদন জানাচ্ছি সমাজের সচেতন ব্যক্তি ও উর্ধতন কতৃপক্ষের কাছে।

বইটির পরবর্তী সংস্করণ বিশিষ্ট জনের বাণী ও গুরুত্বপূর্ণ মতামতসহ পরিবর্ধিত রূপে প্রকাশিত হবে। গভীর মনযোগ সহকারে বইটি পড়ার পর আপনার সূচিঙ্খিত মতামত নিশ্চয়ই পবেষণা কাজে লেখককে উৎসাহ ও সাহচর্য যোগাবে।



## লেখকের পরিচিতি

ডাঃ এস এন চাকমা। পূর্ণ নাম ডাঃ সম্ভু নাথ চাকমা (ছোটমনি)। পেশায় একজন তরুন হোমিওপ্যাথ। রাজ্যমাটির বনরূপাঙ্ঘ Cure Homoeo Clinic & Research Center -এর প্রতিষ্ঠাতা। সে ২০০৬ইং সনে ইন্টার্নী কোর্সসহ Bangladesh Homoeopathic Medical Bord, ঢাকার অধীনে চট্টগ্রামস্থ Dr. Jakir Hosain City Corporation Homoeopathic Medical College & Hospital থেকে D. H. M. S. সম্পন্ন করে এবং ২০০৭ইং সনে Al-iren Pandora Institute, চট্টগ্রাম থেকে C. P. S. কোর্স নেয়। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর কিংবা ১৩৮৪ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ রোজ শনিবার রাজ্যমাটি শহরের বৃহত্তর কৃত্রিম হ্রদ কর্ণফুলির ওপারে “বসন্ত” গ্রামে তার জন্ম। পিতা- শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র চাকমা, মাতা- শ্রীমতি আনন্দ লতা চাকমা। বংশ পরিচয়ে বোবু গোবা, পাগালা দাঘি। পিতা-মাতার ৬ষ্ঠ ও সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান সে। ছোট বেলা থেকেই ভাবুক ও সরল প্রকৃতির স্বভাব ছিল তার। চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুশীলন ছাড়াও তার সময় কাটে চাকমা ভাষার উপর বই লিখে; কবিতা, প্রবন্ধ ও গান লিখে; সুর তুলে এবং গান করে।